প্রস্তাবনা-৮

ক্রীড়াঙ্গনের আর্থিক সমৃদ্ধি,স্বচ্ছতা ও খেলোয়াড়দের আর্থিক সহায়তার লক্ষ্যে `বাংলাদেশ ক্রীড়া উন্নয়ন ব্যাংক, প্রতিষ্ঠা করা হবে

"Bangladesh Sports Development Bank, সংক্ষেপে `BSDB, এই নামে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হবে। এটি একটি বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যার মূল লক্ষ্য খেলাধুলার অবকাঠামো উন্নয়ন, ক্রীড়া প্রতিভা বিকাশ, ক্রীড়াবিদদের আর্থিক সহায়তা ও খেলাধুলা বিষয়ক প্রকল্পে বিনিয়োগের জন্য অর্থায়ন করা। ক্রীড়াঙ্গনের সকল আর্থিক খাত বা লেনদেন উক্ত ব্যাঙ্কের মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

"Bangladesh Sports Development Bank, এর কমার্শিয়াল পলিসি হবে নিম্নরূপঃ

নীতিসমূহ	কার্যক্রম
ক্রীড়া খাতে বিশেষায়িত ঋণ প্রদান নীতি	খেলোয়াড়, ক্রীড়া একাডেমি, ক্লাব ও ফেডারেশনের জন্য স্বল্প সুদে ঋণ সুবিধা।
স্পন্সরশিপ ও বিনিয়োগ নীতি	টুর্নামেন্ট, টিম ও খেলোয়াড় স্পন্সরের মাধ্যমে ব্র্যান্ড প্রচার।
রাজস্ব ভাগাভাগি নীতি	ইভেন্ট থেকে আয় (টিকেট, সম্প্রচার, মার্চেন্ডাইজ) সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে বণ্টন।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি	খেলোয়াড় বা ইভেন্ট ব্যর্থ হলে আর্থিক ক্ষতি কমানোর কৌশল।
ক্রীড়া অবকাঠামো উন্নয়ন নীতি	স্টেডিয়াম, ট্রেনিং সেন্টার, ও ফিটনেস সুবিধায় বিনিয়োগ।
আন্তর্জাতিক লেনদেন নীতি	বিদেশি খেলোয়াড় ও ইভেন্টের সাথে আর্থিক লেনদেন সহজ করা।
ক্রীড়া বীমা নীতি	খেলোয়াড়ের চোট, ম্যাচ বাতিল বা সম্পদের ক্ষতির জন্য বীমা সুবিধা।
ডিজিটাল ব্যাংকিং ও পেমেন্ট নীতি	টিকিট ক্রয়, সদস্যপদ ফি ও স্পন্সর পেমেন্টের জন্য অনলাইন সেবা।
মার্চেন্ডাইজিং ও ব্র্যান্ডিং নীতি	অফিসিয়াল জার্সি, সরঞ্জাম ও স্মারক বিক্রির মাধ্যমে আয়।

ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া

ট্রাস্ট ব্যাংকের মতো একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে হলে বাংলাদেশের ব্যাংকিং কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২-এর বিধানগুলো অনুসরণ করতে হবে। এক্ষেত্রে, মূলত ছয়টি ধাপ অনুসরণ করতে হয়।

১. প্রাক-আবেদন প্রস্তুতি

প্রস্তাবনা তৈরি: প্রথমে একটি বিস্তারিত ব্যবসায়িক প্রস্তাবনা (Business Proposal) তৈরি করতে হবে। এতে ব্যাংকের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, মূলধন কাঠামো, পরিচালনা পদ্ধতি, এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনার বিস্তারিত বিবরণ থাকবে।

মূলধন সংগ্রহ: বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পরিশোধিত মূলধন (Paid-up Capital) সংগ্রহ করতে হবে। বর্তমানে নতুন বাণিজ্যিক ব্যাংকের জন্য এই পরিমাণ প্রায় ৫০০ কোটি টাকা।

প্রতিষ্ঠাতা নির্বাচন: ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক বা উদ্যোক্তা হিসেবে উপযুক্ত ও সুনামের অধিকারী ব্যক্তিদের নির্বাচন করতে হবে। তাদের আর্থিক সক্ষমতা এবং পেশাদারী অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক।

২. বাংলাদেশ ব্যাংকে আবেদন

প্রাথমিক আবেদন: ব্যবসায়িক প্রস্তাবনা, উদ্যোক্তাদের পরিচিতি, আর্থিক সক্ষমতার প্রমাণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে একটি প্রাথমিক আবেদন জমা দিতে হবে।

যাচাই-বাছাই: বাংলাদেশ ব্যাংক আবেদনটি পাওয়ার পর তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করবে। তারা উদ্যোক্তাদের আর্থিক অবস্থা, অতীত রেকর্ড, এবং প্রস্তাবিত ব্যাংকের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা পর্যালোচনা করবে।

৩. লেটার অফ ইন্টেন্ট (Letter of Intent)

নীতিগত অনুমোদন: যদি বাংলাদেশ ব্যাংক আবেদনকারীদের যোগ্য মনে করে, তাহলে তারা একটি লেটার অফ ইন্টেন্ট (LOI) জারি করবে। এটি একটি নীতিগত অনুমোদন, যা ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু করার অনুমতি দেয়।

শর্তাবলী পূরণ: LOI-তে উল্লিখিত শর্তাবলী (যেমন- নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূলধন জমা দেওয়া, ব্যাংকের নাম চূড়ান্ত করা ইত্যাদি) পূরণ করতে হবে।

৪. লাইসেন্সের জন্য চূড়ান্ত আবেদন

আবেদন জমা: LOI-এর শর্তাবলী পূরণ করার পর, ব্যাংক কোম্পানি আইনের অধীনে লাইসেন্সের জন্য চূড়ান্ত আবেদন জমা দিতে হবে। এই আবেদনে ব্যাংকের পরিচালনা কাঠামো, ব্যবস্থাপনা দল এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার বিস্তারিত পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

পুনরায় যাচাই-বাছাই: বাংলাদেশ ব্যাংক চূড়ান্ত আবেদনটি আবারও যাচাই করবে এবং যদি সবকিছু ঠিক থাকে, তাহলে তারা লাইসেন্স প্রদানের সিদ্ধান্ত নেবে।

৫. লাইসেন্স প্রদান

চূড়ান্ত লাইসেন্স: বাংলাদেশ ব্যাংকের বোর্ড অফ ডিরেক্টরস কর্তৃক অনুমোদিত হলে, একটি লাইসেন্স জারি করা হবে, যা ব্যাংকটিকে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করার অনুমতি দেবে।

৬. কার্যক্রম শুরু

পরিচালনা কাঠামো গঠন: লাইসেন্স পাওয়ার পর ব্যাংকটিকে পরিচালনা পর্ষদ, ব্যবস্থাপনা দল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগ করতে হবে।

শাখা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন: প্রাথমিকভাবে একটি প্রধান কার্যালয় এবং কিছু শাখা স্থাপন করে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করা যাবে। এরপর ধীরে ধীরে নেটওয়ার্ক বাড়ানো যেতে পারে।

একটি ব্যাংক পরিচালনা পর্ষদ ও কার্যক্রম প্রক্রিয়া

ব্যাংক পরিচালনার জন্য একটি কার্যকরী কমিটি (Executive Committee) থাকে, যা ব্যাংকের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক পর্ষদের (Board of Directors) অধীনে কাজ করে।

১. শীর্ষ ব্যবস্থাপনা (Top Management)

ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (Managing Director & CEO): ব্যাংকের সর্বোচ্চ নির্বাহী কর্মকর্তা। তিনি ব্যাংকের সামগ্রিক কার্যক্রম, কৌশল প্রণয়ন এবং পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়ী।

অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক (Additional Managing Director - AMD) / উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক (Deputy Managing Director - DMD): ব্যবস্থাপনা পরিচালকের অধীনস্থ থেকে ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগ বা শাখার কার্যক্রম তদারকি করেন।

২. বিভাগীয় প্রধান (Head of Departments):

জেনারেল ম্যানেজার (General Manager - GM) / সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট (SEVP): ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ, যেমন- ঋণ (Credit), আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International Division), মানব সম্পদ (HR), বা আইটি (IT) বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

ভাইস প্রেসিডেন্ট (Vice President - VP) / সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট (SVP): সাধারণত বিভিন্ন বিভাগের উপ-প্রধান বা গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটের প্রধান হিসেবে কাজ করেন।

৩. মধ্যম স্তরের কর্মকর্তা (Mid-level Officers)

ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট (FVP) / অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট (AVP): সাধারণত শাখা ব্যবস্থাপক (Branch Manager), বিভিন্ন ইউনিটের ইনচার্জ বা গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালন করেন।

সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার (SPO) / প্রিন্সিপাল অফিসার (PO): ব্যাংকের বিভিন্ন শাখার মূল কার্যক্রমে (যেমন- নগদ লেনদেন, ঋণ বিতরণ, হিসাব খোলা) সরাসরি জড়িত থাকেন।

৪. কনিষ্ঠ কর্মকর্তা ও কর্মচারী (Junior Officers and Staff)

সিনিয়র অফিসার (Senior Officer) / অফিসার (Officer): ব্যাংকের বিভিন্ন দৈনন্দিন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন, যেমন- গ্রাহক সেবা, হিসাব পরিচালনা, রেমিটেন্স হ্যান্ডলিং ইত্যাদি।

শিক্ষানবিশ কর্মকর্তা (Trainee Officer) / প্রবেশনারি অফিসার (Probationary Officer): সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

সহায়ক কর্মচারী (Support Staff): এতে থাকে ক্যাশিয়ার, ক্লার্ক, নিরাপত্তা কর্মী, অফিস সহায়ক ইত্যাদি যারা ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যক্রমকে সমর্থন করে।

৫.কার্যকরী কমিটির গঠনতন্ত্র (Structure of the Executive Committee)

কার্যকরী কমিটি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপ-কমিটি। এর মূল কাজ হলো ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যক্রম তদারকি করা এবং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরিচালনা পর্ষদকে সহায়তা করা।

কমিটির গঠন

সদস্য সংখ্যা: সাধারণত ৩ থেকে ৫ জন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয়।

সদস্য নির্বাচন: পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের মধ্য থেকে এই কমিটির সদস্যদের মনোনীত করা হয়। সাধারণত বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য অভিজ্ঞ ও গুরুত্বপূর্ণ পরিচালকরা এর সদস্য হন।

কমিটির প্রধান: কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

কমিটির ক্ষমতা ও কার্যকারিতা

নীতিনির্ধারণে সহায়তা: পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত নীতিগুলো বাস্তবায়নের জন্য কার্যকরী কমিটি বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: ব্যাংকের ঋণ, বিনিয়োগ এবং অন্যান্য আর্থিক লেনদেনের ঝুঁকি পর্যালোচনা ও অনুমোদন করে। বড় অঙ্কের ঋণের প্রস্তাবগুলো পর্ষদের কাছে পাঠানোর আগে এই কমিটি সেগুলো মূল্যায়ন করে।

প্রস্তাব অনুমোদন: বিভিন্ন আর্থিক প্রস্তাব, যেমন- নতুন পণ্য বা সেবা চালু করা, বড় বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত, ইত্যাদি পর্ষদের অনুমোদনের জন্য প্রস্তুত করে।

আর্থিক তদারকি: ব্যাংকের আর্থিক পারফর্ম্যান্স, বাজেট এবং আয়-ব্যয়ের ওপর নিয়মিত নজরদারি করে।

জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ: যে সমস্ত বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন কিন্তু পরিচালনা পর্ষদের বৈঠক ডাকা সম্ভব নয়, সে ক্ষেত্রে কার্যকরী কমিটি জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে এবং পরবর্তী পর্ষদ সভায় তা অনুমোদন করিয়ে নেয়।

একটি ব্যাংকের আয়ের প্রধান উৎস এবং সেগুলোর নীতিমালা সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক নিচে তুলে ধরা হলো

১. ঋণ ও অগ্রিম থেকে প্রাপ্ত সুদ (Interest on Loans and Advances)

- ✓ এটি ব্যাংকের আয়ের সবচেয়ে বড় উৎস।
- ✓ নীতিমালা অনুযায়ী, ব্যাংক নির্দিষ্ট বিধিবিধান মেনে গ্রাহকদের বিভিন্ন ধরনের ঋণ (যেমন- গৃহ ঋণ, গাড়ি ঋণ, ব্যবসায়িক ঋণ, কৃষি ঋণ ইত্যাদি) এবং অগ্রিম সুবিধা দেয়।
- ✓ ঋণের উপর আরোপিত সুদের হার বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্ধারিত সীমা এবং বাজারের বর্তমান অবস্থার উপর নির্ভর করে।
- ✓ ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটির কাজ হলো ঋণ সংক্রান্ত ঝুঁকি মূল্যায়ন করা এবং এই ঝুঁকি কমানোর জন্য কৌশল প্রণয়ন করা।

২. বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত আয় (Income from Investments)

- ✓ ব্যাংক তার উদ্বৃত্ত তহবিল বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে আয় উপার্জন করতে পারে।
- ✓ এই বিনিয়োগের মধ্যে সরকারি সিকিউরিটিজ (যেমন- ট্রেজারি বিল, বন্ড), স্টক মার্কেট, এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ অন্তর্ভুক্ত।
- ✓ এই বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত সুদ, লভ্যাংশ এবং মূলধনী লাভ (capital gain) ব্যাংকের আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
- ✓ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে, ব্যাংকের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৩. সার্ভিস চার্জ ও কমিশন (Service Charges and Commissions)

ব্যাংক বিভিন্ন সেবা প্রদানের জন্য গ্রাহকদের কাছ থেকে চার্জ ও কমিশন আদায় করে।এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

- ✓ **লেনদেন ফি:** এটিএম ব্যবহার, ফান্ড ট্রান্সফার, ডিডি, টিটি, পে-অর্ডার ইত্যাদি।
- ✓ **ঋণ প্রক্রিয়াকরণ ফি:** ঋণ আবেদনের সময় নেওয়া হয়।
- ✓ **লেটার অফ ক্রেডিট (LC) ও ব্যাংক গ্যারান্টি কমিশন:** আন্তর্জাতিক বা অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ব্যবহৃত হয়।
- ✓ **লকার ভাড়া:** মূল্যবান জিনিসপত্র সংরক্ষণের জন্য।
- ✓ **ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড ফি:** বার্ষিক ফি ও লেনদেন ফি।

৪. বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন থেকে আয় (Foreign Exchange Income)

- ✓ বৈদেশিক মুদ্রা কেনাবেচার মাধ্যমে ব্যাংক আয় করে।
- ✓ বিভিন্ন মুদ্রার বিনিময় হারে ওঠা-নামার ওপর ভিত্তি করে এই আয় হয়।
- ✓ এই ধরনের লেনদেনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত নীতিমালা কঠোরভাবে মেনে চলতে হয়।

৫. অন্যান্য আয় (Other Incomes)

এছাড়াও ব্যাংকের অন্যান্য আয়ের উৎসগুলো হলো:

- ✓ নন-পারফর্মিং লোন (NPL) থেকে আদায়কৃত অর্থ।
- ✓ স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে লাভ।
- ✓ বিভিন্ন পরামর্শমূলক সেবা প্রদান থেকে প্রাপ্ত ফি।

৬.ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

প্রতিটি ঋণ প্রদানের আগে গ্রাহকের আর্থিক সক্ষমতা, ঋণের উদ্দেশ্য এবং জামানতের মান ভালোভাবে যাচাই করা হয়। খেলাপি ঋণ (Non-Performing Loan - NPL) কমিয়ে আনা এবং ঝুঁকি কমানোর জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরণ করা হয়।

৭.ইসলামিক ব্যাংকিং উইং-এর মুনাফার নীতিমালা

ইসলামিক ব্যাংকিং-এর নীতিমালা প্রচলিত ব্যাংকিং থেকে ভিন্ন। এখানে সুদ (riba) নিষিদ্ধ, তাই আয়ের জন্য 'মুনাফা' (profit) এবং 'ভাড়া' (rent) ভিত্তিক নীতি অনুসরণ করা হয়।

- ✓ **মুদারাবা (Mudaraba):** এই নীতিতে ব্যাংক (ম্যানেজার বা মুদারিব) গ্রাহকের (পুঁজিদাতা বা সাহিব আল-মাল) টাকা বিনিয়োগ করে এবং অর্জিত মুনাফা পূর্বনির্ধারিত একটি অনুপাতে ভাগ করে নেয়। যেমন: ট্রাস্ট ব্যাংকের মুদারাবা স্কিমগুলোতে গ্রাহক ও ব্যাংকের মধ্যে মুনাফা ভাগের অনুপাত (Profit Sharing Ratio - PSR) নির্দিষ্ট করা থাকে (যেমন: 65:35)।
- ✓ **মুরাবাহা (Murabaha):** এই পদ্ধতিতে ব্যাংক গ্রাহকের জন্য কোনো পণ্য বা সম্পত্তি কিনে নেয় এবং নির্দিষ্ট মুনাফা যোগ করে গ্রাহকের কাছে বিক্রি করে। ট্রাস্ট ব্যাংকের 'বারাকাত কার স্কিম' বা 'ইহসান অ্যাপার্টমেন্ট পারচেজ স্কিম' এ ধরনের নীতির উদাহরণ।

- ✓ **মুশারাকা (Musharaka):** এখানে ব্যাংক ও গ্রাহক যৌথভাবে একটি ব্যবসায় বিনিয়োগ করে এবং মুনাফা বা লোকসান উভয়েই পূর্বনির্ধারিত অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বহন করে।
- ✓ **ইজারা (Ijara):** এটি এক প্রকারের ভাড়াভিত্তিক ব্যবস্থা। ব্যাংক কোনো সম্পত্তি কিনে গ্রাহককে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভাড়া দেয় এবং ভাড়ার মাধ্যমে আয় করে।

একটি "ক্রীড়া কল্যাণ ব্যাংক" এর আয়ের সম্ভাব্য উৎসগুলো নিম্নরূপ

১. ক্রীড়া সংক্রান্ত ঋণ ও অগ্রিম (Sports-related Loans and Advances):

- ✓ **ক্রীড়া অবকাঠামো ঋণ:** স্টেডিয়াম, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জিমনেসিয়াম বা ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থা, ক্লাব বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান।
- ✓ **ক্রীড়া সরঞ্জাম ক্রয় ঋণ:** আধুনিক ক্রীড়া সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য ক্রীড়া ফেডারেশন বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান।
- ✓ **ক্রীড়াবিদদের জন্য ব্যক্তিগত ঋণ:** পেশাদার ক্রীড়াবিদদের ব্যক্তিগত বা প্রশিক্ষণের খরচ মেটানোর জন্য বিশেষ ধরনের ঋণ প্রদান।
- ✓ **ক্রীড়া ইভেন্ট আয়োজনের জন্য ঋণ:** বড় ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা বা টুর্নামেন্ট আয়োজনের জন্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি বা আয়োজক সংস্থাকে ঋণ প্রদান।

২. ক্রীড়া খাতে বিনিয়োগ (Investment in the Sports Sector)

- ✓ **ক্রীড়া ক্লাবে শেয়ার ক্রয়:** লাভজনক পেশাদার ক্রীড়া ক্লাবগুলোর শেয়ার বা মালিকানা কিনে বিনিয়োগ করা।
- ✓ **ক্রীড়া সম্পর্কিত কোম্পানিতে বিনিয়োগ:** ক্রীড়া পোশাক, সরঞ্জাম বা প্রযুক্তি নির্মাণকারী লাভজনক কোম্পানিগুলোর শেয়ারে বিনিয়োগ করা।
- ✓ **ক্রীড়া বিষয়ক বন্ডে বিনিয়োগ:** যদি সরকার বা কোনো স্বনামধন্য ক্রীড়া সংস্থা ক্রীড়া সম্পর্কিত বন্ড ইস্যু করে, তাহলে সেগুলোতে বিনিয়োগ করে সুদ বা মুনাফা অর্জন।

৩. সার্ভিস চার্জ ও কমিশন (Service Charges and Commissions)

- ✓ **খেলাধুলা বিষয়ক আর্থিক লেনদেন:** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য লেটার অফ ক্রেডিট (LC), ব্যাংক গ্যারান্টি বা অন্যান্য আর্থিক পরিষেবা থেকে ফি ও কমিশন আদায়। যেমন: বিদেশি খেলোয়াড়দের বেতন পাঠানো বা বিদেশি ক্লাবের সঙ্গে লেনদেন।
- ✓ **টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা:** বিভিন্ন ক্রীড়া ইভেন্টের টিকিট বিক্রির জন্য একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা এবং প্রতিটি বিক্রিতে কমিশন নেওয়া।
- ✓ **খেলোয়াড়দের আর্থিক ব্যবস্থাপনা:** পেশাদার ক্রীড়াবিদদের আয়ের (যেমন: বেতন, স্পন্সরশিপ) আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও পরামর্শ প্রদান করে সার্ভিস ফি গ্রহণ।

৪. বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন (Foreign Exchange Income)

- ✓ বিদেশি খেলোয়াড়দের বেতন প্রদান বা আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় থেকে আয়।

৫. স্পন্সরশিপ ও কর্পোরেট সম্পর্ক (Sponsorship and Corporate Relations)

- ✓ ব্যাংক নিজেই বিভিন্ন ক্রীড়া ইভেন্ট, টুর্নামেন্ট বা দলের স্পন্সর হয়ে ব্র্যান্ডিং ও বাণিজ্যিক সুবিধা গ্রহণ। এতে ব্যাংকের প্রচার বৃদ্ধি পাবে এবং নতুন গ্রাহক ও আয়ের উৎস তৈরি হবে।

৬. বিশেষ আমানত প্রকল্প (Special Deposit Schemes)

- ✓ ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া সংগঠক এবং ক্রীড়াপ্রেমী সাধারণ মানুষের জন্য বিশেষ আমানত প্রকল্প চালু করা। এই প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত আমানত তহবিল ব্যাংকের ঋণের মূল উৎস হিসেবে কাজ করবে এবং এর মাধ্যমে ব্যাংক সুদভিত্তিক আয় করতে পারবে।